BA CBCS POLITICAL SCIENCE HONS- 6TH SEM

DSE-4: HUMAN RIGHTS IN A COMPARATIVE PERSPECTIVE

TOPIC- II. A. TORTURE: USA AND INDIA

BY – SHYAMASHREE ROY

মানবাধিকারের ধারণাটি তার অবস্থানের দিক থেকে অত্যন্ত বিস্তৃত এবং এটি সহজভাবেই বলা যেতে পারে যে বর্ণ, বর্ণ, ধর্ম, লিঙ্গ ইত্যাদি নির্বিশেষে মানব ব্যক্তিত্ব এবং এর নিখুঁত মূল্যবোধের প্রতি শ্রদ্ধা একটি মানবাধিকারের একটি অন্তর্গত অংশ স্বতন্ত্র, নিছক মানুষ হয়ে জন্মগ্রহণ করেছেন, যা কোনও ঘটনা নির্বিশেষে প্রকৃতিতে অবিচ্ছেদ্য। যাইহোক, সাম্প্রতিক সময়ে ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে বিশ্বব্যাপী নির্যাতন সম্পর্কিত ক্রমবর্ধমান উদ্বেগ দেখা দিয়েছে, বিশেষত কারাবন্দি এবং বন্দীদের বিরুদ্ধে যা মানবাধিকারের ধারণাটিকে লঙ্ঘন করে এবং সর্বাগ্রে মানবাধিকারের সর্বজনীন ঘোষণাপত্রে (ইউডিএইচআর) পাওয়া যায় " মানুষ মর্যাদাপূর্ণ ও অধিকারে অবাধ ও সমানভাবে জন্মগ্রহণ করে । এগুলি যুক্তি ও বিবেকের অধিকারী এবং ভ্রাতৃত্বের মনোভাবের সাথে একে অপরের প্রতি কাজ করা উচিত। "নির্যাতন বিশ্বজুড়ে তদন্তকারী সংস্থাগুলির তদন্তের একটি সুপ্রতিষ্ঠিত হাতিয়ার দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সমাপ্তির পরে আমরা সাম্প্রতিক ইতিহাসটি বিশ্লেষণ করেছি, রাষ্ট্র তার ব্যক্তির বিরুদ্ধে রাষ্ট্র কর্তৃক বিশাল মানবাধিকার লঙ্ঘন প্রত্যক্ষ করেছে।তবে, সময়ের সাথে সাথে এটি একইভাবে বিকশিত হয়েছিল এবং আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের জন্য আন্তর্জাতিক মান উন্নয়ন করা শুরু হয়েছিল মানবাধিকার সুরক্ষা এবং রাষ্ট্রসমূহ প্রত্যেকের মানবাধিকারকে স্বীকৃতি, সুরক্ষা এবং প্রচার করার জন্য চুক্তিটি স্বাক্ষর ও অনুমোদন করা শুরু করে তার অঞ্চলগুলির মধ্যে পৃথক। সাধারণ পরিষদের রেজোলিউশনের মাধ্যমে মানবাধিকারের সর্বজনীন ঘোষণাপত্র গ্রহণের ফলে মানবাধিকারকে সর্বজনীন, অবিচ্ছেদ্য এবং অবিভাজ্য হিসাবে স্বীকৃতি দেওয়ার ক্ষেত্রে গভীর প্রভাব ফেলেছিল। জাতি, বর্ণ, লিঙ্গ, ভাষা, ধর্ম, রাজনৈতিক বা অন্য কোনও মতামত জাতীয় বা সামাজিক উত্সের মতো কোনও প্রকারের পার্থক্য ছাড়াই প্রতিটি ব্যক্তির প্রতি মানবাধিকার রোধ, সুরক্ষা এবং প্রচারের এজেন্ডা নির্ধারণে এই নথিটি একটি মাইলফলক এবং বিবর্তনীয়, সম্পত্তি, জন্ম বা অন্য কোনও স্থিতি। নির্যাতনের বিরুদ্ধে নিষেধাজ্ঞা শারীরিক অখণ্ডতার অধিকার এবং সহজাত মর্যাদার অধিকার হিসাবে আন্তর্জাতিক মানবাধিকার আইনের একটি প্রতিষ্ঠিত নিয়মগুলির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ (ইউডিএইচআর এর আর্টিকেল 1 এবং আইসিসিপিআর এর 10 অনুচ্ছেদ)। ইউডিএইচআর এবং আইসিসিপিআর স্পষ্টভাবে নির্যাতন, নিষ্ঠুর বা অমানবিক এবং অবমাননাকর আচরণ বা শাস্তি নিষিদ্ধ করে (ইউডিএইচআর এর ৫ অনুচ্ছেদ এবং আইসিসিপিআর এর ধারা 7)। ব্যক্তিকে নির্যাতন থেকে রক্ষা করা এবং রক্ষা করার রাষ্ট্রীয় দায়িত্ব এবং বাধ্যবাধকতা আন্তর্জাতিক মানবাধিকার চুক্তি এবং সংস্থায় সংজ্ঞায়িত এবং ব্যাখ্যা করা। তবে যে কোন ধরণের নির্যাতন নিষিদ্ধ করার জন্য পৃথক চুক্তি ও প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা গ্রহণের ক্রমবর্ধমান প্রয়োজন ছিল। ফলস্বরূপ, নির্যাতনের বিরুদ্ধে ইউনাইটেড ন্যাশনাল কনভেনশন (ইউএনসিএটি)কে নির্যাতন ও নির্মম, অমানবিক আচরণ ও শাস্তির অন্যান্য কর্ম নিষিদ্ধ করার, রাষ্ট্রের

এজেন্টদের দ্বারা সংঘটিত আচরণের সংজ্ঞা ও অপরাধীকরণের জন্য বিশ্বব্যাপী আদেশের সাথে প্রেরণ করা হয়েছিল এবং এটি একটি প্রাতিষ্ঠানিকও তৈরি করেছিল ইউএনসিএটি-র বাধ্যবাধকতা লঙ্ঘনের জন্য রাষ্ট্রীয় দায়িত্ব পালন এবং পর্যবেক্ষণের জন্য নির্যাতনের বিরুদ্ধে ইউনাইটেড ন্যাশনাল কমিটির কাঠামো। ইউএনএসিএটির কাছে অভূতপূর্ব অনুমোদনের পরেও অত্যন্ত দুর্ভাগ্যজনক যে বিশ্বজুড়ে অনেক দেশ এই কনভেনশনের অংশীদার নয় এবং এমন কয়েকটি লোক রয়েছে যারা একটি দল, তবে এটি অনুমোদন করেনি এবং পরবর্তী ক্ষেত্রেও এরকম একটি বিশিষ্ট নাম ভারত। ভারত যদিও ১৪ ই অক্টোবর ১৯৯ on এ নথিতে স্বাক্ষর করেছে এখনও কনভেনশনটি অনুমোদন করতে পারেনি এবং এরপরেও অভ্যন্তরীণ আইনী ক্ষেত্রে নির্যাতন রোধ ও বিলুপ্ত করার পক্ষে এখনও আইনী ও নীতি কাঠামোর অভাব রয়েছে।

ভারতের সংবিধানের ২১ অনুচ্ছেদে যদিও স্পষ্টভাবে নয়, তবে সুস্পষ্টভাবে বলা হয়েছে, জীবনের অধিকারের অংশ হিসাবে নির্যাতন থেকে রক্ষা করার ব্যবস্থা করা হয়েছে। মামলার আধিক্যে সুপ্রিম কোর্ট এই প্রস্তাব বহাল রেখেছে। খাত্রী ও ওরস বনাম বিহার রাজ্যে 41 যা ভাগলপুর ব্লাইন্ডিং কেস হিসাবে পরিচিত, এটি বন্দীদের সাথে নিষ্ঠুর, অমানবিক ও বর্বর আচরণের এক উদ্দীপনাজনক উদাহরণ। ইস্যুটি হাতে হাতে পুলিশ আধিকারিকদের দ্বারা কয়েদিদের অন্ধ করার সাথে সম্পর্কিত যা তাদের চোখের নলগুলিকে সূঁচ দিয়ে বিদ্ধ করে এবং তাদের মধ্যে অ্যাসিড ঢেলে দেয়। এই মামলাটি নির্যাতনের ধরণ এবং রাজ্য দ্বারা এর অন্তর্নিহিত সমর্থন দেখায়। নির্বিচারে গ্রেপ্তার এবং আটকের ক্ষেত্রেও নির্যাতনের শিকড় রয়েছে। নির্বিচারে গ্রেপ্তার এবং আটকে রাখা ভারতে বছরের পর বছর ধরে অবিচ্ছিন্নভাবে বহাল রয়েছে। এই ধরনের গ্রেপ্তার এবং আটকে রাখার পরেও রীতিনীতি সহিংসতা ও নির্যাতন হয় এবং কয়েকটি ক্ষেত্রে মৃত্যুর ফলস্বরূপ। তবে এই বিষয়ে সুপ্রিম কোর্টের রায় ও দিকনির্দেশনার আধিক্য রয়েছে। সুনীল বাতরা বনাম দিল্লি প্রশাসনে সুপ্রিম কোর্ট বলেছিল যে "কারাগারে প্রবেশ করায় ব্যক্তি মৌলিক অধিকারগুলি পালাতে পারে না যদিও তারা কারাগারে বন্দী হওয়ার কারণে প্রয়োজনীয় সঙ্কুচিত হতে পারে।" সুপ্রিম কোর্ট, কাস্টোডিয়াল সহিংসতা ও নির্যাতনের বিষয়ে বেশ কয়েকটি প্রতিবেদন প্রকাশের পরে, ডব্লিউবি স্টেটের ডি কে বসু বনাম স্টেটে বলা হয়েছে যে "তালাবদ্ধ হয়ে নির্যাতন ও মৃত্যুর সহ রীতিনীতি সহিংসতা আইনের শাসনে আঘাত হানা দিয়েছে যা দাবি করে যে ক্ষমতাগুলি কার্যনির্বাহী কেবল আইন থেকে উদ্ভূত হওয়া উচিত নয়, আইন অনুসারেও এটিকে সীমাবদ্ধ করা উচিত। " আদালত তদ্ব্যতীত, একজন ব্যক্তির গ্রেপ্তার এবং আটকের জন্য বিস্তৃত ও বিস্তারিত নির্দেশিকা জারি করেছে, যার মধ্যে একজন ব্যক্তিকে অবশ্যই তার গ্রেপ্তারের কারণ সম্পর্কে অবহিত করতে হবে, এবং পুলিশ কর্মীদের অবশ্যই অবশ্যই তার দৃশ্যমান পরিচয়পত্র বহন করবে যাতে তার পদবি প্রদর্শিত হয় .. এই বিষয়ে বিচারের আধিক্য, তবে, ১৯৭৩ সালের ফৌজদারি কার্যবিধির 197 ধারার কেন্দ্রীয় সরকার বা রাজ্য সরকারের অনুমোদন ব্যতীত রাজ্যগুলিতে নিযুক্ত সরকারী কর্মচারীদের বিচার নিষিদ্ধ করার বিধান রয়েছে। তাদের নিজ নিজ

রাজ্যগুলির রাজ্য সরকার কর্তৃক নিযুক্ত, তারা 'সরকারী কর্মচারী' সংজ্ঞার মধ্যে পড়ে এবং এইভাবে, সাধারণত মামলা-মোকদ্দমা থেকে রক্ষা পায়, সুতরাং, ১৯৭৩ সালের ফৌজদারি কার্যবিধির 197 ধারা, ক্ষতিগ্রস্থদের ন্যায়বিচার প্রদানের জন্য একটি অনিবার্য বাধা সৃষ্টি করে নির্যাতনের বিষয়টি।এটি সংবিধানের ২১ অনুচ্ছেদের কার্যকারিতাটিকে আরও হ্রাস করে দিয়েছে।নীতিগতভাবে এবং ব্যবহারিকতার ক্ষেত্রেও নির্যাতনের বিষয়টি অব্যাহত রয়েছে কার্পেট।

ভারতে, নির্যাতন এবং অন্যান্য নিষ্ঠুর, অমানবিক ও রাষ্ট্রীয় আটকের ক্ষেত্রে অবমাননাকর আচরণ একটি সাধারণ বিষয় এবং এর মধ্যে বিভিন্ন পদক্ষেপ জড়িত, মারধর করা এবং বৈদ্যুতিক শক পরিচালনা, বিশেষত মহিলা, দলিত, আদিবাসী এবং সশস্ত্র বিরোধীদের সন্দেহভাজন সদস্য সহ প্রান্তিক গোষ্ঠী অন্তর্ভুক্ত গোষ্ঠীগুলি সেগুলিই সবচেয়ে বেশি নির্যাতন করা হয় । এছাড়াও, ভারতে বিভিন্ন কর্তৃপক্ষ প্রায়শই ব্যবহৃত নির্যাতনের ধরণগুলি বিশ্লেষণ করা গুরুত্বপূর্ণ। এখানে ভারতের রাজনৈতিক কয়েদিদের নির্যাতনের বিষয়ে প্রতিবেদনের পর্যবেক্ষণগুলি আন্তর্জাতিক সম্পর্ক সম্পর্কিত উপকমিটির সামনে জমা দিয়েছে; ১৯ 1976 সালের মার্চ মাসে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিনিধি হাউস উল্লেখযোগ্য।

প্রতিবেদনে নিম্নলিখিত ধরণের শারীরিক নির্যাতনের দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে: হিল বুট দিয়ে খালি গায়ে স্ট্যাম্পিং করা। পায়ে খালি তুষিতে বেত দিয়ে প্রহার করা। শিনসে একটি ভারী লাঠি ঘুরছে, যার উপরে একজন পুলিশ বসে আছে। কয়েক ঘন্টা ধরে 'জেড' পজিশনে ভুক্তভোগী ক্রাউচ করা। মেরুদণ্ডে প্রহার করা। একটি রাইফেল বাট দিয়ে মারধর। আক্রান্ত ব্যক্তির রক্তক্ষরণ ও চেতনা হারা না হওয়া পর্যন্ত উভয় কানে চাপা হাত দিয়ে চড় মারা। দেহ ক্রভগুলিতে সরাসরি বৈদ্যুতিক তারের ঢোকানো।

তবে, এটি লক্ষণীয় যে, অতীতে সাম্প্রতিক একটির তদন্তের জন্য কিছু আইন করার জন্য অতীতে কয়েকটি প্রচেষ্টা করা হয়েছিল, এটি প্রতিরোধ প্রতিরোধ বিল যা ২০১০ সালে উপস্থাপন করা হয়েছিল, কিন্তু বিলটি বিলুপ্ত হয়ে যায়নি 2014 সালে 15 তম লোকসভা। পরে, 2017 সালে, নির্যাতন প্রতিরোধ বিল 2017 উপস্থাপন করা হয়েছিল, তবে, মূল বাস্তবতায়, এই বিলটি 2019 সালের শুরুর দিকে বিচারিক হস্তক্ষেপের পরেও দিবালোক দেখেনি।

UNCAT (United National Convention Against Torture) এর আওতাভুক্ত হিসাবে টর্চার

১৯৮৭ সালে জাতিসংঘ নির্যাতন ও অন্যান্য নিষ্ঠুরতা, অমানবিক বা অবক্ষয়মূলক চিকিত্সা বা শাস্তি (ইউএনএসিএটি) এর বিরুদ্ধে কনভেনশন কার্যকর করে। এটি লক্ষণীয় যে শিরোনামে নিজেই কিছু নির্দিষ্ট বাক্যাংশ ব্যবহার করে যেমন 'অন্যান্য ক্রুয়েল', 'অমানবিক', 'অবক্ষয় চিকিত্সা' এবং 'শাস্তি'। এই বাক্যাংশগুলি

সংমিশ্রণ দ্বারা পৃথক করা হয়েছে 'বা' যা অধিবেশনকে আরও অন্তর্ভুক্ত এবং বিস্তৃত করে তোলে। UNCAT14 এর 1 অনুচ্ছেদে "অত্যাচার" সংজ্ঞাটির রূপরেখা দেওয়া হয়েছে। ইউএনসিএটি-র অধীনে সংযুক্তিযুক্ত সংজ্ঞাটির প্রশংসনীয় অংশটি হ'ল জাতিসংঘের সাধারণ অধিবেশন সংজ্ঞাটিকে আরও অন্তর্ভুক্ত ও অস্তিত্বহীন করার জন্য অতিরিক্ত মাইল অবধি এগিয়ে গেছে। অনুচ্ছেদে ১ এর অধীন সংজ্ঞাটি কোনও আন্তর্জাতিক উপকরণ বা জাতীয় আইন, যা নির্যাতনের সংজ্ঞা থাকতে পারে তার জন্য কুসংস্কার ছাড়াই থাকবে অনুচ্ছেদ ১, অনুচ্ছেদ ১ এর অধীন সংজ্ঞাটির আরও একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্যটি হ'ল নির্যাতনের কাজগুলি কেবল ব্যথার মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকবে বা কেবল আইনী নিষেধাজ্ঞার ফলেই ভোগা হচ্ছে।

ভারতবর্ষের স্ট্যান্ডের বিষয়ে আন্তর্জাতিক বিচার, ইউএনএইচআরসি-র বিশেষ আপত্তকারীরা ১৮ ই মার্চ, ২০১৮ তারিখে ভারতে চিঠি লিখেছিল যে ১৯৯০ সাল থেকে জম্মু-কাশ্মীরে নির্যাতন ও নির্বিচারে হত্যাকাণ্ডের ঘটনায় ক্ষতিগ্রস্থদের বিচারের ব্যবস্থা গ্রহণ ও ব্যবস্থা গ্রহণের বিবরণ চেয়েছিল। , ভারত সরকার চিঠির অন্তর্ভুক্ত সমস্ত আশঙ্কা প্রত্যাখ্যান করে বলেছে যে এটি একটি "মিথ্যা ও উদ্দেশ্যপ্রণোদিত" পদক্ষেপ ছিল এবং এই "অধ্যায়টি বন্ধ"। জুলাই ২০১৮-তে জাতিসংঘের একটি সাম্প্রতিক রিপোর্ট প্রকাশিত হয়েছিল যেখানে অফিসে মানবাধিকার বিষয়ক জাতিসংঘের হাই কমিশনার (ওএইচসিএইচআর) কাশ্মীরের নির্যাতনের ইতিহাস রেকর্ড করেছে 38 ২০১৮ সালের এই প্রতিবেদনটি ইউএনএইচআরসি-এর 14 ই জুন 2018-এর একটি প্রতিবেদনের পরে এসেছিল যা বহুবিধ গুরুতর মানবাধিকার লঙ্ঘন রেকর্ড করেছে কারণ ভারত সরকার পূর্ববর্তী প্রতিবেদনের অধীনে দেওয়া সুপারিশগুলি মেনে নিতে ব্যর্থ হয়েছিল।

ওএইচসিআরআর এর 2019 এর প্রতিবেদনে ভারতকে আইসিসিপিআর এবং অন্যান্য আন্তর্জাতিক চুক্তিগুলির সুনিশ্চিত 40 এর বিধানগুলি মেনে চলার, সশস্ত্র বাহিনী (জম্মু ও কাশ্মীর) বিশেষ ক্ষমতা আইন, ১৯৯০ বাতিল করা, নিখোঁজ, মৃত্যু এবং অন্যান্য নির্যাতনের তদন্তের তদন্ত করার পরামর্শ দিয়েছে সরকারী অফিসার / বাহিনী, সমস্ত ক্ষতিগ্রস্থদের প্রতিশোধ এবং পুনর্বাসন প্রদান ইত্যাদি oএইচএইচআরআর তার 2018 এর প্রতিবেদনে অনুরূপ সুপারিশ করেছে। ভারত অবশ্য ২০১৮ সালের প্রতিবেদনটিকে 2018 সালে তার প্রত্যাখার অনুরূপ "মিথ্যাবাদী এবং রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত" বলে অভিহিত করেছে।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র

নির্যাতন এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে সরকার, সেনা, আইন প্রয়োগকারী সংস্থাগুলি, গোয়েন্দা সংস্থা, স্বাস্থ্যসেবা পরিষেবা এবং অন্যান্য পাবলিক সংস্থার সদস্যরা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অভ্যন্তরে এবং বাইরে উভয়ই নির্যাতনের নথিভুক্ত ও অভিযুক্ত মামলা অন্তর্ভুক্ত করে।

গার্হস্থ্য আইনের অধীনে নিষেধাজ্ঞা

অধিকার বিল

শাস্তি হিসাবে নির্যাতন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সংবিধানের অষ্টম সংশোধনীর নিষ্ঠুর ও অস্বাভাবিক শাস্তি অনুচ্ছেদের আওতায় পড়ে। সংশোধনীর পাঠ্যটিতে বলা হয়েছে:

অতিরিক্ত জামিনের প্রয়োজন হবে না, অতিরিক্ত জরিমানাও করা হবে না, নিষ্ঠুর ও অস্বাভাবিক শাস্তি দেওয়া হবে না।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সুপ্রীম কোর্ট কমপক্ষে 1890 এর দশক থেকেই ধরে রেখেছে যে অষ্টম সংশোধনীর আওতায় নির্যাতনের সাথে জড়িত শাস্তি নিষিদ্ধ রয়েছে।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বাইরে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে উপস্থিত এমন কোন মার্কিন বা অন-মার্কিন নাগরিক দ্বারা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে নির্যাতনের একটি ঘটনা 18 মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অধীনে শাস্তিযোগ্য under 40 2340. ব্যবহৃত নির্যাতনের সংজ্ঞাটি নিম্নরূপ:

এই অধ্যায়ে ব্যবহৃত

(১) "নির্যাতন" অর্থ আইনের রঙের অধীনে কাজ করা কোনও ব্যক্তির দ্বারা সংঘটিত আইন, বিশেষত তার হেফাজতে বা শারীরিক নিয়ন্ত্রণের মধ্যে থাকা অন্য ব্যক্তির উপর গুরুতর শারীরিক বা মানসিক ব্যথা বা (ব্যথা বা আইনী নিষেধাজ্ঞার প্রবণতা ব্যতীত) চাপিয়ে দেওয়ার উদ্দেশ্যে করা আইন ;

(২) "মারাত্মক মানসিক ব্যথা বা যন্ত্রণা" এর অর্থ দীর্ঘমেয়াদী মানসিক ক্ষতি বা যার ফলে ঘটে –

(ক) ইচ্ছাকৃত প্ররোচনা বা মারাত্মক শারীরিক ব্যথা বা ভোগের হুমকি;

(খ) প্রশাসন বা প্রয়োগ, বা হুমকি প্রশাসন বা প্রয়োগ, মন পরিবর্তনকারী পদার্থ বা অন্যান্য প্রক্রিয়াগুলি গভীরভাবে ইন্দ্রিয় বা ব্যক্তিত্বকে ব্যাহত করার জন্য গণনা করা;

(গ) আসন্ন মৃত্যুর হুমকি; বা

(ডি) হুমকি যে অন্য কোনও ব্যক্তি আসন্নভাবে মৃত্যু, গুরুতর শারীরিক ব্যথা বা যন্ত্রণার শিকার হবে, বা প্রশাসন বা মন পরিবর্তনকারী পদার্থের প্রয়োগ বা প্রয়োগগুলি গভীরভাবে ইন্দ্রিয় বা ব্যক্তিত্বকে ব্যাহত করার জন্য গণ্য করা হবে; এবং

(৩) "মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র" অর্থ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বেশ কয়েকটি রাজ্য, জেলা কলম্বিয়া জেলা এবং কমনওয়েলথ, অঞ্চল এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সম্পত্তি।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সেনা, সিআইএর মতো বেসামরিক সংস্থা এবং বেসরকারী ঠিকাদারদের কিছু অনুশীলনকে দেশীয় ও আন্তর্জাতিকভাবে নির্যাতন বলে নিন্দা করা হয়েছে। কোন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বেসামরিক এবং সামরিক গোয়েন্দা সম্প্রদায়ের মধ্যে মানক-মানহীন জিজ্ঞাসাবাদের কৌশল সম্পর্কিত এক তীব্র বিতর্ক বিদ্যমান, কোন অবস্থার অধীনে কোন পদ্ধতি গ্রহণযোগ্য তা সম্পর্কে সাধারণ .ক্যমত নেই।

এই অনুশীলনের ফলে বেশ কয়েকটি মৃত্যুর মুখোমুখি হয়েছিল। হিউম্যান রাইটস ফার্স্ট অনুসারে, ইরাক ও আফগানিস্তানে মার্কিন কারাগারে কমপক্ষে ৮০ জনকে বন্দী করে হত্যা করা হয়েছে। নির্যাতন চালাতে বাধ্য হওয়া কিছু সামরিক কর্মীদের

বিরূপতা এতটাই প্রবল হয়েছিল যে, অ্যালিসা পিটারসন নামে একজন সৈনিক আরও অংশগ্রহণ এড়াতে আত্মহত্যা করেছে বলে বিশ্বাস করা হয়।

ইরাক যুদ্ধের প্রাথমিক পর্যায়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সেনা ও সিআইএর সদস্যরা ইরাকের আবু গরাইব কারাগারে বন্দীদের বিরুদ্ধে শারীরিক ও যৌন নির্যাতন, নির্যাতন, ধর্ষণ সহ একাধিক মানবাধিকার লঙ্ঘন এবং যুদ্ধাপরাধ করেছে। ২০০৪ সালের এপ্রিল মাসে সিবিএস নিউজের দ্বারা অপব্যবহারের ছবি প্রকাশের মাধ্যমে এই অপব্যবহারগুলি জনগণের নজরে আসে। এই ঘটনাগুলি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং আন্তর্জাতিকভাবে ব্যাপকভাবে নিন্দা পেয়েছিল এবং শোক ও ক্ষোভের কারণ হয়েছিল।

জর্জে ডাব্লু বুশ প্রশাসন দাবি করেছে যে আবু গরাইব এ অপব্যবহারগুলি বিচ্ছিন্ন ঘটনা এবং মার্কিন নীতির পরিচায়ক নয়। রেড ক্রস, অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনাল এবং মানবিক সংস্থাগুলি এই বিষয়টিকে বিতর্কিত করেছিলেন। হিউম্যান রাইটস ওয়াচ; এই সংস্থাগুলি জানিয়েছে যে আবু ঘরাইব এ নির্যাতনগুলি ইরাক, আফগানিস্তান এবং গুয়ান্তানামো বেতে আমেরিকান বিদেশী আটক কেন্দ্রগুলিতে ব্যাপক নির্যাতন ও পাশবিক আচরণের অংশ ছিল। আবু ঘরাইবের এই ঘটনার প্রতিক্রিয়া হিসাবে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিরক্ষা অধিদফতর 17 সেনা ও অফিসারকে দায়িত্ব থেকে সরিয়ে দেয়। এগারো সৈন্যের বিরুদ্ধে ডিউটি অবলম্বন, দুর্ব্যবহার, গুরুতর আক্রমণ ও ব্যাটারি অভিযুক্ত করা হয়েছিল। 2004 সালের মে এবং এপ্রিলের মধ্যে এই সৈন্যদের আদালত-মার্শাল, দোষী সাব্যস্ত করা, সামরিক কারাগারে সাজা দেওয়া হয়েছিল এবং অসাধুভাবে চাকরি থেকে অব্যাহতি দেওয়া হয়েছিল।